

প্রেস বিজ্ঞপ্তি: ঢাকা, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ।

দেশে বিনিয়োগ কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এনবিআর ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA) অংশীদারিত্ব সংলাপ অনুষ্ঠিতঃ Inclusive Investment Promotion এর ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার নতুন দ্বার উন্মোচিত

অফুরন্ত বিনিয়োগ ও উন্নয়ন সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য প্রয়োজন যথাযথ প্রয়াস। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন কাজিত রাজস্ব। নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সকল অংশীজনদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান ও গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA) ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিবিড় ও কার্যকর সম্পৃক্ততা প্রয়োজন।

রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম জোরদারকরণের পাশাপাশি দেশে শিল্পায়ন, প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীগণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ‘জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA)’ এর সাথে Inclusive Investment Promotion বিষয়ক : পার্টনারশীপ ডায়ালগ” ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ বিকাল ০৩.৩০ ঘটিকায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কাজী মো. আমিনুল ইসলাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব মোঃ নজিবুর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বে করেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিচিতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও মানবসম্পদ, রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি, গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন কার্যক্রমের ওপর কয়েকটি “পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন” উপস্থাপন করা হয়।

বাংলাদেশে বিনিয়োগ কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিষয়ে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA) এর পক্ষ থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে সার্বিক সহযোগিতা চেয়ে পার্টনারশীপ ডায়ালগে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর একগুচ্ছ প্রস্তাবনা দেওয়া হয়, যা নিম্নরূপঃ

- বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণ তাদের মূলধনের অংশ হিসেবে মূলধনী যন্ত্রপাতি বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ইম্পোর্ট পারমিট দ্বারা খালাস করে নিতে পারেন। স্থানীয় বিনিয়োগকারীগণ তাদের অনুকূলে মূলধনী যন্ত্রপাতি রপ্তানিকারকগণ প্রেরণ করলে মূলধনী যন্ত্রপাতি ছাড়করণের জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কোন ইম্পোর্ট পারমিট ইস্যু করতে পারে না। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ইম্পোর্ট পারমিট স্থানীয় বিনিয়োগকারীগণের অনুকূলে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের মত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার মাধ্যমে মূলধনী যন্ত্রপাতি ছাড়করণের ব্যবস্থা নেওয়া।
- বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ইম্পোর্ট পারমিট স্থানীয় বিনিয়োগকারীগণের অনুকূলে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের মত ব্যবস্থা গ্রহণ করে যন্ত্রাংশ ছাড়করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া;
- বর্তমানে রিসাইক্লিং শিল্পের জন্য কাঁচামাল হিসেবে অব্যবহৃত কাটিং ফোম, পুরাতন টায়ার, প্লাস্টিক পণ্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ পণ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই সকল পণ্য অনেক শিল্পোদ্যোগগণ ভ্যালু এডিশনের মাধ্যমে দেশে শিল্পায়নে অবদান রাখার প্রয়াস নিয়ে থাকে। উক্ত পণ্যসমূহ আমদানি করার পর তা দ্রুত ছাড়করণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ট্যাক্স জিডিপি হার বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধাপে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু করেছে। যার ফলশ্রুতিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর কোড; নতুন ভ্যাট সিডি আইন, ২০১২; কাস্টমস হাউস আধুনিকায়ন; ই-ফাইলিং অব ভ্যাট রিটার্ন; বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর সাথে যৌথ অনলাইন সংযোগ চালু করেছে। স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণ অনেক বিষয়ে রাজস্ব অব্যাহতি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগকারীগণকে আকৃষ্ট করার জন্য সর্বক্ষেত্রে আধুনিকায়ন কার্যক্রম জোরদার করা;
- পূর্বের বিনিয়োগ বোর্ডের নীতিমালা অনুযায়ী একজন বিনিয়োগকারী তার পূর্ববর্তী বছরের বিক্রয়ের সর্বোচ্চ ৬% প্রত্যার্ণন করা এবং সে হারে বাস্তবিক প্রত্যার্ণনের অনুমতি দেয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ এর ধারা ৩০ উপ-ধারা এইচ আর অনুসারে এই হার মুনাফার ৮% দেখানো হচ্ছে। আয়কর অধ্যাদেশ এর উক্ত ধারায় মুনাফার ৮% এর স্থলে বিক্রয়ের ৬% সংশোধন করার উদ্যোগ নেওয়া;

- ন্যূনতম করের বিষয়ে বর্তমানে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর পর প্রথম ৩ বছরের জন্য ০.৩০% নির্ধারণ করা হয়েছে যা পূর্বে ০.১০% ছিল। বিভিন্ন সময়ে এই হার পরিবর্তন করা হয়ে থাকে যা দীর্ঘমেয়াদি হওয়া প্রয়োজন;
- বাজেটে শুদ্ধ কাঠামো যোজন বিয়োজন করার সময় বিনিয়োগ ও শিল্পায়নের বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা। স্থায়ীভাবে দেশে চাহিদা অনুসারে শিল্পখাতগুলোকে দীর্ঘমেয়াদী সুবিধাদি প্রদানের জন্য একটি গবেষণাভিত্তিক বিনিয়োগ বান্ধব শুদ্ধ কাঠামো প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর সমন্বয়ে স্থায়ী কমিটি গঠন করা।
- ভিয়েতনামে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা ও পরিবেশ সম্পর্কে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সমীক্ষা পরিচালনার কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা;
- বর্তমানে কোন বছরের করদায় হতে সে বছরের অগ্রিম প্রদত্ত আয়কর বেশি হলে তা করদাতাকে ফেরত প্রদান করার বিধান রয়েছে। এটি আরো সহজতর এবং একস্থান হতে (ওয়ানস্টপ সার্ভিস) সেবা প্রদান করা যেতে পারে; এবং
- বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগ সুবিধার উপর ভিত্তি করে বিনিয়োগের গন্তব্য নির্ধারণ করে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন বিষয়াদি। এগুলো শিল্প ও বিনিয়োগ বান্ধব করা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাছে নিম্নোক্ত তিনটি প্রস্তাব তুলে ধরা হয়ঃ

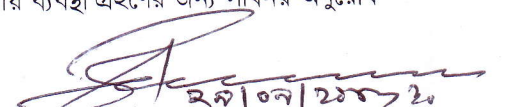
১. বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সকল বিনিয়োগকারী কর্তৃক শুদ্ধ, মূসক ও কর সংক্রান্ত আইন, পদ্ধতি স্বেচ্ছায় পরিপালনপূর্বক ও প্রদেয় রাজস্ব যথাসময়ে প্রদানের অনুরোধকরণ;
২. বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধীন সকল বিনিয়োগকারীর শিল্প কারখানায় কর্মরত বিদেশী টেকনিশিয়ান/কর্মীর বেতন হতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন; এবং
৩. বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন ধরনের পণ্য ও সেবা ক্রয়ের বিল হতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ও হারে মূসক ও কর কর্তন।

সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অংশীদারিত্ব সংলাপে উপস্থাপিত প্রস্তাবনাগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে সকলের সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে বাস্তবায়ন করার আশ্বাস দেন এবং এক্ষেত্রে তিনি নবগঠিত বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সার্বিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিগণ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্যবর্গ, বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রতিনিধিসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কাজী মো. আমিনুল ইসলাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যে বলেন, 'রাজস্ব আহরণে ও বাংলাদেশে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য এনবিআরের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড এবং সংস্কার কার্যক্রমে ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এনবিআর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে একাধারে রেগুলেশন, উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদানের (Regulation, development and facilitation) এর মত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছে।

এ বিষয়ে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব মোঃ নজিবুর রহমান সভাপতির বক্তব্যে বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশে একটি ব্যবসা বান্ধব, শিল্প বান্ধব ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় অব্যাহত প্রয়াস চালাচ্ছে। স্বনির্ভর ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সকলের সহযোগিতায় রাজস্ব সংগ্রহে সর্বাগ্রা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। করদাতা বান্ধব, রাজস্ব বান্ধব, ব্যবসা বান্ধব, শিল্প বান্ধব এবং বিনিয়োগ বান্ধব রাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পাশাপাশি দেশে বিনিয়োগ, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে রাজস্ববান্ধব পরিবেশ তৈরির জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে সবসময় ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে।

বর্ণিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বহুল প্রচারিত মিডিয়ায় প্রচারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিনিয়র অনুরোধ করা হলো।


(সৈয়দ এ মুমেন)

সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা

প্রাপকঃ

বার্তা সম্পাদক

সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া